তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১০

**৭ জানুয়ারি আগৈলঝাড়া ও গৌরনদীর সকল ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে**

**উপস্থিত হয়ে ভোটদানের আহ্বান আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্র**

বরিশাল, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ ৭ জানুয়ারি আগৈলঝাড়া ও গৌরনদীর সকল ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আগুন সন্ত্রাসী ও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে দেশে বিদেশে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তিনি এসব চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্থানীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগকালে এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অর্জিত গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিতে স্বাধীনতার প্রতীক নৌকা মার্কায় ভোটদানের জন্য এলাকাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাঁথার কথা তুলে ধরে তাদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন।

জনাব আব্দুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, সাহসী ও সময়োপযোগী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী অপশক্তি প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে। এদের মোকাবিলা করতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারার বিরুদ্ধে এক বড় ধরনের অন্তরায়।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্মার্ট ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, বরিশাল জেলার প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এসব কর্মসূচির সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।

#

আহসান/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২২০৯

**পার্বত্যবাসীর অনলাইন সুবিধা একের ভিতর অনেক**

**সফটওয়্যার প্রশিক্ষণের আয়োজন করল পার্বত্য মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর):

ইন্টিগ্রেডেটড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সংক্রান্ত সফটওয়্যার মানসম্মত ও কার্যকরভাবে তৈরি এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু’দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্লাটফর্মে বসে তৈরিকৃত সফটওয়্যারের ইউজাররা স্কিম, প্রশিক্ষণ, বৃত্তি, এনজিও, লাইসেন্স, নিয়োগ, আবাসন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সার্ভিস ফিডব্যাক সম্বন্ধে যাবতীয় কর্ম ডিজিটালি সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

আজ শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের মাল্টিপারপাস হলরুমে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন, যেটি সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের একটি অংশ। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। নির্মিত সফটওয়্যারটি ইউজার ফ্রেন্ডলি হওয়াতে এটা স্যোশাল মিডিয়ার অন্যান্য এপ্লিকেশনের মতো ব্যবহারকারীরা খুব সহজেই ব্যবহার করে খুব কম সময়ে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

এই অনলাইন সুবিধাটি কীভাবে আরো সহজতর করা যায় এবং প্রযুক্তিগত কোনো উন্নয়ন করা যায় কি না এটাই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য বলে জানান পার্বত্য সচিব। [www.training.mochta.gov.bd](http://www.training.mochta.gov.bd/) নামে সফটওয়্যারটি প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ইউজার একসেপ্টেন্স টেস্ট এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কতটুকু জানতে পারল বা গ্রহণ করতে পারল তার ওপর ভিত্তি করে একটি যুগোপযোগী সফটওয়্যার তৈরি করে জনকল্যাণে কাজে লাগানোর জন্যই এই কর্মশালা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবং সফটওয়্যারটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হলে [mochta.gov.bd](http://mochta.gov.bd/) এর মাধ্যমে প্লে-স্টোর এবং ইন্টারনেট প্লাটফর্মে ডেভেলপকৃত এই সফটওয়্যারটি একজন ব্যবহারকারী ঘরে বসেই অনলাইন সেবা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিন পার্বত্য জেলার গৃহীত সকল ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্কিম সেবা, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, এনজিও সেবা, নিয়োগ সেবা, ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা, আবাসন সেবাসহ আরও বেশ কয়েকটি নাগরিক সেবা পাহাড়ি জনগণ অনায়াসেই ভোগ করতে পারবেন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে। কর্মশালার প্রাথমিকভাবে ভেন্ডর হিসেবে ছিল লিডস ও ড্রিম ৭১। কর্মশালায় সর্বোপরি সহযোগিতায় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এটুআই।

আয়োজিত কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আমিনুল ইসলাম। এসময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ড্রিম ৭১ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাশেদ কবির এবং লিডস এন্টারপ্রাইজ সলিউশন এর ব্যবস্থাপক আতিক রশিদ। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্মসচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব সজল কান্তি বনিক, প্রকৌশলী গোলাম সরওয়ার, বুয়েটের প্রফেসর সোহরাব হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও তিন পার্বত্য জেলার টিআর, জিআর উপকারভোগী, সাংবাদিক, ছাত্র ও এনজিওকর্মীগণসহ ৭৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। দু’দিন ব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি হবে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি.।

#

রেজুয়ান/পাশা/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ২২০৮

**অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা অর্জন করে সৌদি আরবে আসার**

**আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী**

সৌদি আরব, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

প্রবাসীদের সৌদি আরবে আসার সময় কাজ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে আসার জন্য রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় প্রবাসী দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৌদি প্রবাসী সকল বাংলাদেশিকে শুভেচ্ছা জানান এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদানের জন্য প্রশংসা করেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো জাতীয় প্রবাসী দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ‘প্রবাসীর কল্যাণ, মর্যাদা আমাদের অঙ্গীকার; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এই দিবস পালিত হচ্ছে। দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন প্রবাসীবান্ধব সরকার কর্তৃক প্রবাসীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করতে প্রতিবছর ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রবাসী দিবস ঘোষণা করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এ যাবত প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ অভিবাসী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রায় ২৪ লাখ বাংলাদেশি ডায়াসপোর জনগোষ্ঠীও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। অভিবাসীরা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স প্রেরণ করেছেন। একই সময়ে সৌদি আরব হতে বাংলাদেশে ৩ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স প্রেরিত হয়েছে যা মোট রেমিট্যান্সের ১৬ শতাংশ। তবে সৌদি আরব হতে অধিক হারে দক্ষ কর্মী নিয়োগ হলে আরো বেশি রেমিট্যান্স প্রেরণের সুযোগ রয়েছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মীদের শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দূতাবাসের মধ্যস্থতায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো (বিএমইটি) এবং সৌদি সরকার অনুমোদিত Takamol for Bussiness Services Company এর মধ্যে Skills Verification Programme (SVP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় ২৯টি পেশায় বাংলাদেশ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সৌদি সরকার প্রদত্ত দক্ষতার সনদ নিয়ে অধিক বেতনে সৌদি আরবে কাজ করতে পারবেন। এছাড়া যাদের উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও যারা পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি দূতাবাসের উদ্যোগে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

উল্লেখ্য ২০৩০ সালে World Expo এবং ২০৩৪ সালে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ এর আয়োজক দেশ হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ায় সৌদি আরবে কন্সট্রাকসন, ক্লিনিং, মেইনটেন্স, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে দক্ষ কর্মীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ হতে দক্ষতা অর্জন করে সৌদি আরবে আসলে সম্মানজনক কাজ ও কয়েকগুণ বেশি বেতন পাওয়া যাবে। ফলে অধিক হারে রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে নিজ পরিবার, এলাকা এবং দেশের উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখতে পারবেন।

অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রবাসে মৃত কর্মীদের দেশে ফেরত পাঠানোসহ মৃত কর্মীর পরিবারকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে। বিদেশগামী যাত্রীদের বীমার আওতায় আনার জন্য ‘প্রবাসী কর্মী বীমা স্কিম’ চালু করা হয়েছে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রম বাজার উন্মুক্তকরণের জন্য দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাস কর্তৃক বিশেষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। তিনি সৌদি আরবে অথবা বাংলাদেশে যেকোনো সমস্যায় দূতাবাসের সেবা গ্রহণের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া হাসিমুখে প্রবাসীদেরকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে আরো বেশি উদ্যোগী ও যত্নবান হওয়ার জন্য দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দেন। তিনি আরো বলেন, যে সৌদি আরবে মৃত বাংলাদেশিদের বকেয়া বেতন ও পাওনা আদায়ের জন্য দূতাবাসের উদ্যোগে দু’টি সৌদি ল’ ফার্ম এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবার এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে ৬৫ জন মৃত বাংলাদেশির পরিবারের পাওনা বাবদ ৩৩ কোটি টাকা আদায় করে দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রবাসী ভাই-বোনেরা তাদের কর্মদক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন বলে রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভা শেষে সকল প্রবাসী বাংলাদেশি ও দেশের সকলের সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করেন।

#

আসাদ/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১২২ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৭

**নগরায়ন ও শিল্পায়নের সাথে পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের বদলে যাওয়া বাংলাদেশের যে চিত্র তা সম্ভব হয়েছে শিল্পায়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য। এতে মানুষের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে এবং নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য যেকোন উন্নত দেশের মতোই আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে নানা রকম পরিবেশগত দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে প্রথম থেকেই যদি আমরা আমাদের পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে আমাদের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আজ স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে করনীয় শীর্ষক Multi Stakeholder Consultation কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আলী হোসেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইবরাহিম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের কেমিক্যাল প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ এ শওকাত চৌধুরী।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে একটি মর্যাদাবান রাষ্ট্র হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। একসময় বাংলাদেশকে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে অপমান করা হলেও বর্তমানে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর বুকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে যার ফলে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সারা পৃথিবীর বুকে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, যে পাকিস্তান থেকে জাতির পিতা স্বাধীনতার মাধ্যমে আমাদেরকে মুক্ত করেছিলেন আজকে আর্থ-সামাজিক সব ক্ষেত্রেই আমরা পাকিস্তানের থেকে অনেক এগিয়ে আছি। এমনকি প্রতিবেশী অনেক দেশের থেকেও সামাজিক অর্থনৈতিক সূচকে আমাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক। তিনি আরো বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবেশের বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বাতাস এমন একটি মাধ্যম যা ধনী গরিব সবার স্বাস্থ্যের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু দূষণের উপাদানসমূহ যেমন- বস্তুকণা, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড কার্বন, মনোক্সাইডসহ বিভিন্ন দূষণের পরিমাপ করে সেসব দূষণ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি এ সময় আজকের এই কনসালটেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় একটি পথপরিক্রমা পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় মন্ত্রী আন্তঃসীমান্ত দূষণ দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছেও বলে জানান।

মন্ত্রী বলেন, বায়ু দূষণের উৎস ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির ওপর বহুবিধ অংশীজন জড়িত। সেজন্য সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাক্সিক্ষত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

#

হেমায়েত/পাশা/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৬

**স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের আহ্বান প্রধান তথ্য কমিশনারের**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। প্রধান তথ্য কমিশনার আজ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং সিটিজেন চার্টার বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, বিশুদ্ধ ও প্রকৃত তথ্য জনগণের জন্য আবশ্যক। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকল্পে সঠিক তথ্য প্রদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী রাজউকের তথ্য প্রদানের কার্যক্রম সন্তোষজনক মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম তথা আন-এডিটেড প্লাটফর্মের অপতথ্য, মিথ্যা-বানোয়াট, ঘৃণা-বিদ্বেষ উদ্রেককারী তথ্য এবং গুজব জনমনে ভীতি সৃষ্টি করে এবং হিংসা-হানাহানি বাড়ায়, যা একমাত্র প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে বিলীন করা সম্ভব।

কর্মশালায় রাজউকের ২১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রাজউকের চেয়ারম্যান মোঃ আনিসুর রহমান মিঞা।

#

লিটন/পাশা/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৫

**আগামীকাল বই উৎসব**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

আগামীকাল ১লা জানুয়ারি, ২০২৪ প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মাঝে নতুন বছরের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম ‘বই বিতরণ উৎসব-২০২৪’ অনুষ্ঠিত হবে।

রাজধানীর মিরপুরের ন্যাশনাল (সকাল-বিকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন প্রধান অতিথি ও মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত।

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুসরণে সকল ক্যাটেগরির বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শতভাগ আকর্ষণীয় নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করে আসছে। শিশুদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করার জন্য ২০১২ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক হোয়াইট পেপার, কভার পৃষ্ঠা, হিট থার্মাল পারফেক্ট বাইন্ডিংসহ চার রঙের আকর্ষণীয় মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে পরিমার্জিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। পরিমার্জিত কারিকুলামে বর্তমান বিশ্ব এবং সমসাময়িক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২০১০ সন থেকে প্রতি বছর বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ উৎসবে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সারা দেশে একযোগে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বই বিতরণ উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা: প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ৩০ লাখ ৯৬ হাজার ৯৩৯ জন, প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৮০ লাখ ৭০ হাজার ৫৯৪জন এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৮৪ হাজার ৪৭৩জন। সর্বমোট ২ কোটি ১২ লাখ ৫২ হাজার ৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৯ কোটি ৩৮ লাখ ৩ হাজার ৬০৬টি।

#

তুহিন/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২২০৪

**জাতীয় প্রবাসী দিবসে প্রবাসীদের জন্য এনআইডি চালু করল বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন**

যুক্তরাজ্য, ৩১ ডিসেম্বর:

ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য এনআইডি চালুর মধ্য দিয়ে ‘জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন করলো বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, কাউন্সিলের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসীগণ, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাসী বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে জাতীয় প্রবাসী কল্যাণ দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন।

এ উপলক্ষ্যে গতকাল দূতাবাসে আয়োজিত এক বিশেষ মতবিনিময় সভায় যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম তাঁর বক্তব্যে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবাসীদের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বন্ধনের কথা স্মরণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিগত ৫২ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবাসীদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হাইকমিশনার প্রবাসীবান্ধব বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ এবং ৩০শে ডিসেম্বরকে জাতীয় প্রবাসী দিবস ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। হাইকমিশনার বলেন, গত পাঁচ বছরে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের মর্যাদা ও সম্মানের সাথে রেকর্ডসংখ্যক কনস্যুলার এবং ওয়েলফেয়ার সেবা প্রদান করেছে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লন্ডন থেকে ই-পাসপোর্ট এবং এনআইডি যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে তুলে দিতে পেরে হাইকমিশন গর্বিত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে প্রবাসিদের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কাজে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন সদা অঙ্গীকারবদ্ধ। এফডিআই, রেমিট্যান্স প্রেরণ ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সিআইপি হিসেবে নির্বাচিত ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এই তিন ক্ষেত্রে আরো বেশি অবদান রাখতে প্রবাসীদের আহ্বান জানান।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পরে হাইকমিশনার একজন বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিকের হাতে ই-পাসপোর্ট তুলে দেন। এরপর তিনজন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্বের এনআইডি আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে এনআইডি পাইলট প্রজেক্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন করে হাইকমিশনার জানান, আগামী জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিতিতে লন্ডনে পূর্ণাঙ্গ এনআইডি সেবা কার্যক্রম চালু করা হবে।

এ প্রসঙ্গে হাইকমিশনার উল্লেখ করেন, এনআইডি কার্ডের জন্য বাংলাদেশি জন্মনিবন্ধন সনদ এবং বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। প্রবাসীদের মধ্যে যাদের বাংলাদেশি জন্মনিবন্ধন সনদ নেই, তারা বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবেদন করলে তাদের যথাশীঘ্র বাংলাদেশের জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন হতে ই-পাসপোর্ট এবং এনআইডি গ্রহণ করতে পারবেন।

#

নবী/পাশা/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২২০৩

**প্লাস্টিক দূষণ রোধে আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর):

বায়ুদূষণ রোধে নির্বিচারে প্লাস্টিক না পোড়ানোর জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। তিনি বলেন, প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া মাইক্রো প্লাস্টিক ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে, তাই প্লাস্টিকের সঠিক ব্যবস্থাপনা জরুরি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আজ ‘ইন্টিগ্রেটেড এপ্রোচেচ টুওয়ার্ড সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ইউজ এন্ড মেরিন লিটার প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ’ প্রকল্পের অধীনে সামুদ্রিক পরিবেশসহ প্লাস্টিক দূষণের ওপর একটি আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি তৈরি করার জন্য ইন্টার গভর্নমেন্টাল নেগোশিয়েটিং কমিটির (INC3) ৩য় বৈঠকের পর্যালোচনার ওপর আয়োজিত সেমিনারে এ আহ্বান জানানো হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আব্দুল হামিদ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. জাকি উজ জামান, পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কাজী আবু তাহের, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পরিবেশ) মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী, বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য, প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি শামীম খান প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

মূল প্রেজেন্টেশনে বলা হয়, নিম্নধারার দেশগুলো ক্রমাগত সংলগ্ন সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রস্তাব করেছে যে ‘নিম্নধারার উন্নয়নশীল দেশগুলোর’ সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার এবং আসন্ন আন্তর্জাতিকভাবে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক প্লাস্টিক চুক্তির পাঠ্যের সাথে সংযুক্তিতে নিম্নধারার দেশগুলোর একটি বিস্তৃত তালিকা যুক্ত করার জন্য।

বাংলাদেশ নিম্নধারার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি নিবেদিত তহবিল প্রবাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য নিম্নধারার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ছাড়ের সময়কালেরও পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া দূষণকারী বেতন নীতি, ইপিআর প্রক্রিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে সমস্ত সাবসিডিয়ারি সংস্থায় নিম্নধারার দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার এবং অ-অনুশীলন আপস্ট্রিম দেশগুলো থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/শফি/আব্বাস/২০২৩/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ২২০২

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এ সময় ৪৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৯২৮ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২২০১

**দেশ ও দশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, দেশ ও দশের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে সাংবাদিকগণ অপরিসীম অবদান রেখে চলেছে। মানুষকে অধিকার সচেতন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নেও সাংবাদিক বা গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের প্রচুর কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)’র সদস্য ও পরিবারের জন্য ‘হেপাটাইটিস বি’ ভাইরাসের টিকা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘হেপাটাইটিস বি’ এর প্রভাব নিয়ে বেশি বেশি প্রচার প্রয়োজন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও সবকিছু মিলিয়ে মানুষের চিকিৎসা তৃণমূল পর্যন্ত নিশ্চিত করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই সাথে দেশের সব মানুষের জীবনমান উন্নত করার পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামকে শহরে রূপান্তর করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ করা হবে। আর স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তিতে হবে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবস্থা।

ডিআরইউ’র সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ’র সভাপতিত্বে ডিআরইউ’র সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন ও ডিআরইউ’র কল্যাণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সায়েম/শফি/আব্বাস/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী    নম্বর: ২২০০

**মেরিন সেক্টরে বাংলাদেশ বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মেরিন সেক্টরে বাংলাদেশ বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন করা হচ্ছে, চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার জন্য সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়ছে। মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। মংলা বন্দরের আপগ্রেডেশন হচ্ছে। নতুন পায়রা বন্দরের কাজ চলমান। বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, নতুন নতুন মেরিন একাডেমি, মেরিটাইম ইনস্টিটিউট নির্মিত হচ্ছে। এসব নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টর আরো এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম এর ‘৫৭ ব্যাচ ক্যাডেটদের গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ক্যাডেটদের সালাম গ্রহণ, কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও পুরস্কার প্রদান করেন। সেরা ক্যাডেট নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল পেয়েছেন রোকনউদ্দিন চৌধুরী। সিলভারের মেডেল পেয়েছেন রিফাত তালুকদার এবং মোঃ আল আমিন তালুকদার। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের গোল্ড মেডেল পেয়েছেন আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আবিদুর রহমান। দু’বছর মেয়াদি এ শিক্ষা কোর্সে ২৭২ জন অংশ নেয়।

প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টরের স্থপতি ও মেরিটাইম শিক্ষার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পরপরই ব্রিটিশ সরকারের কারিগরি সহায়তায় বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সালে ‘ডেভেলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমি’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির আওতায় একাডেমির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। তিনি বলেন, উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। উপযুক্ত শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের যুগপৎ সমন্বয়ে সফলতা সুনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার গুরুত্ব অনুবাধন করেছেন। নারী শিক্ষার বিষয়ে তিনি আপোষহীন। তাঁরই উৎসাহে ২০১২ সাল থেকে এই একাডেমিতে ফিমেল ক্যাডেটরা যোগদান করার সুযোগ লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ফি ৪ লাখ টাকা থেকে হ্রাস করে এক লাখ টাকা করা হয়েছে। মেরিন একাডেমির ৩ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর (পাস) ডিগ্রী কোর্সকে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) কোর্সে উন্নীত করা হয়েছে। মেরিটাইম সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও পাবনায় চারটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পেশাগতভাবে দক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস মেরিন ক্যাডেট তৈরির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) নির্বাহী পরিষদে বাংলাদেশ ক্যাটেগরি ‘সি’-তে জয়লাভ করেছে। বিজয়ের মাসে এটি আরেকটি বড় অর্জন। এই অর্জন বাংলাদেশের বৈশ্বিক মেরিটাইম সেক্টর এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সমর্থনের প্রমাণ।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েল এবং বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের কমান্ড্যান্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ক্যাপ্টেন আই কে তৈমুর বক্তৃতা করেন। অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর জিয়াউল হক উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/জামান/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৯৯

**জাতীয় প্রবাসী দিবসে মন্ট্রিয়লে গণশুনানি ও বিশেষ কনস্যুলার সেবা প্রদান**

অটোয়া, ৩১ ডিসেম্বর :

জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গতকাল কানাডায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে মন্ট্রিয়লে ‘গণশুনানি’ এবং ‘বিশেষ কনস্যুলার সেবা’ প্রদান করা হয়। গণশুনানিতে সেদেশে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান উপস্থিত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে কনস্যুলার সেবা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় হাইকমিশনার খলিলুর রহমান কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশি ভাই-বোনদের কাছে তাঁদের সততা, কাজ ও মেধার মাধ্যমে কানাডায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে অনুরোধ করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদেরকে পরিহার করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বৈধপথে প্রেরণ করতে বিশেষ অনুরোধ করেন।

শেষে মন্ট্রিয়লে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

জামান/সিদ্দীক/রাসেল/কলি/মানসুরা/২০২৩/১২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৯৮

**ব্রাজিলে জাতীয় প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপিত**

ব্রাজিল, ৩১ ডিসেম্বর:

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়াতে আনন্দমুখর পরিবেশে এবং যথাযথ গুরুত্বসহকারে জাতীয় প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ‘প্রবাসীর কল্যাণ মর্যাদা আমাদের অঙ্গীকার, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার’–এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল ব্রাজিলে বাংলাদেশ দূতাবাস এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

এ অনুষ্ঠানের শুরুতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বুদ্ধিজীবী ও ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রেরিত একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়।

দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

জামান/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৩/১৫০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৯৭

**লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপিত**

লিসবন, ৩১ ডিসেম্বর :

পর্তুগালের লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনন্দমুখর পরিবেশে জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল দূতাবাস ভবন ব্যানার, পোস্টার, বেলুন, ফেস্টুন এবং রঙিনসাজে সজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দূতাবাসে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ। এরপর জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। পরে জাতীয় প্রবাসী  দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃতে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশিরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, বৈদেশিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করতে প্রবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাংলাদেশে চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রবাসীদের বিনিয়োগ এবং অবদান রাখার আহ্বান জানান।

পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। শেষে প্রবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ, প্রবাসী বাংলাদেশিগণ, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

#

মিশন লিসবন/জামান/সিদ্দীক/রাসেল/কলি/মানসুরা/২০২৩/১৩৪৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৯৬

**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল খ্রিষ্টীয় নতুন বছর উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“খ্রিষ্টীয় নতুন বছর ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা যে সময়কে পেছনে ফেলে নতুন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছি, সে সময়ের যাবতীয় অর্জন আমাদের সম্মুখ যাত্রার শক্তিশালী সোপান হিসেবে কাজ করছে। তাই নতুন বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণ যেন সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নতুন নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির নতুন শিখরে আরোহণের সোপান রচনা করার অনুপ্রেরণা।

আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি। স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র নয় মাসেই তিনি আমাদের একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৭ এপ্রিল প্রথম অধিবেশন বসেছিল। ২০২৩ সালের ৬ এপ্রিল মহান জাতীয় সংসদের ৫০ বছরপূর্তি   
উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২২তম/বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই অধিবেশনে আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়েছে। কেননা, তিনি শূন্য হাতে সদ্যস্বাধীন দেশকে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে তুলেছিলেন। তখন ব্যাংকে কোন রিজার্ভ মানি ছিল না, কোনো কারেন্সি নোট ছিল না। সেই অবস্থায় গণতন্ত্রের মজবুত ভিত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকার গঠনের পর ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেছিলেন এবং জাতিসংঘ সেই স্বীকৃতি দিয়েছিল।

২০২৩ সাল বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের এক স্বর্ণযুগ। আমরা গত ২০২২ সালের ২৫ জুন নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু উদ্বোধনের পর ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর সেতুতে রেল যোগাযোগের শুভ উদ্বোধন করেছি। ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা-আগারগাঁও রুটে মেট্রোরেল চালুর পর ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা সম্প্রসারণ করেছি। ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু করেছি। ৫ অক্টোবর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ করেছি। ফলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ৭ অক্টোবর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এবং ১৯ অক্টোবর দেশের ৩৯টি জেলায় ১৫০টি সেতু এবং ১৪টি ওভারপাস একসাথে উদ্বোধন করেছি। ২৮ অক্টোবর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল’ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দিয়েছি। ১১ নভেম্বর দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঢাকা-কক্সবাজার সরাসরি রেল চালু করেছি। আমাদের অন্যান্য মেগা ও মাঝারিসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচন হতে পরপর তিন দফা জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে গত ১৫ বছরে আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও কিছুটা মন্থর হয়েছিল। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অবরোধ ও পাল্টা অবরোধ সারা পৃথিবীতে নিরীহ মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এরই মধ্যে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছি। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

-২-

আওয়ামী লীগ সরকারই দেশের যেকোনো সংকট আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময় করেছি। মিয়ানমারে গণহত্যা থেকে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে আসা প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। ইতোমধ্যে দেশের ৩৩টি জেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেছি। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে এসেছি। প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ঔষধ দিচ্ছি। ২ কোটি ১০ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করেছি। ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি-উপবৃত্তি দিচ্ছি। ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট চারটি ক্যাটেগরিতে ১০ কোটি মানুষের জন্য সার্বজনীন পেনশন চালু করেছি। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে বই পৌঁছে দিচ্ছে। এই বই উৎসব বাংলাদেশে ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রেও এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করছি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছি। ২০২১ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ ঘোষণা করেছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। এছাড়াও, আমরা ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় এবং জনগণের মঙ্গল হয়। কারণ, একমাত্র আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার সুমহান আদর্শকে ধারণ করে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে। প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই আসুন আমরা মানুষের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি, অগ্নিসন্ত্রাস প্রতিহত করে মানুষের জানমাল ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করি এবং সর্বোপরি গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি।

নতুন বছরে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো জোরদার হোক, সকল সংকট দূরীভূত হোক, সকল সংকীর্ণতা পরাভূত হোক এবং সকলের জীবনে আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি এই প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জামান/ফাতেমা/সিদ্দীক/রবি/রাসেল/শামীম/২০২৩/১৩১৪ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১৯৫

**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ নতুন স্বপ্ন, নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে আমাদের মাঝে সমাগত। নতুনকে বরণ করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। তাইতো নববর্ষকে বরণ করতে বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। খ্রিষ্টীয় নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বাংলাদেশও প্রস্তুত। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জিকা বহুল ব্যবহৃত। খ্রিষ্টাব্দ তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে।

উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের সমাহার নিয়ে আমাদের জীবনে নববর্ষের আগমন ঘটে। তাই বিগত দিনের ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা ও হতাশাকে দূরে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন ও ইতিবাচক পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। করোনা অতিমারি ও বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের ফলে বাংলাদেশেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়েছে। আমাদের আশপাশের অনেক মানুষই কষ্টে দিনাতিপাত করছে। নববর্ষে আমরা একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই – এই হোক ইংরেজি ‘নববর্ষ- ২০২৪’ এর প্রত্যাশা। এছাড়া একজনের আনন্দ যেন অন্যদের বিষাদের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে দেশবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নববর্ষ উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাচ্ছি।

নববর্ষ সকলের মাঝে জাগিয়ে তুলে নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ – খ্রিষ্টীয় নববর্ষে এই প্রত্যাশা করি।

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ ও কল্যাণ।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জামান/রাসেল/কলি/মানসুরা/২০২৩/৯৩০ ঘণ্টা